পৌলের প্রার্থনা

১ম থিষলনীকীয় ৩ অধ্যায় ১০-১৩ পদ

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা থিষলনীকীর খ্রীস্টবিশ্বাসীদের প্রতি প্রেরিত পৌলের লেখা প্রথম পত্র থেকে শিখছি। ২ অধ্যায়ের শেষে (২:১৮) এসে আমরা দেখেছি, পৌল তার পাঠকদের লিখেছে, সে একাধিকবার তাদের কাছে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শয়তান বাধা দেওয়ায়, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা তাদের সম্বন্ধে পৌলের আগ্রহ এতটুকু কমেনি। যার ফলস্বরূপ, আর ধৈর্য ধরতে না পেরে পৌল এথেন্সে থাকাকালীন তার সহযোগী তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। ৩:১-৫ পদে আমরা দেখেছি, পৌল তার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা ও সংগ্রহিত বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা ক্লেশ ও তাড়নার মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাদের সেই সমস্ত ক্লেশ ও তাড়নার মধ্যে বিশ্বাস সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে (৩:২) পৌল তীমথিয়কে সেখানে পাঠিয়েছিল, পাছে তারা ক্লেশের মধ্যে চঞ্চল হয়ে পড়ে। কিন্তু তীমথিয় তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে পৌলের সমস্ত আশঙ্কা দূর করে, পৌলকে সেই শুভ সংবাদ দেয় যে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা ক্লেশের মধ্যে চঞ্চল হওয়ার পরিবর্তে বিশ্বাসে ও প্রেমে স্থির আছে (৩:৬)। সেখানকার নতুন বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে এই শুভ সংবাদ পৌল ও তার সঙ্গীদের বিভিন্ন সঙ্কটের মধ্যে আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেয় (৩:৭), পৌল তার জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করে (৩:৮); এবং আধ্যাত্মিক আনন্দে পৌল ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানায় (৩:৯)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ক্লেশ ও তাড়নার মধ্যে বিশ্বাসী আমরা যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকি, তখন তা আমাদের সহবিশ্বাসীদেরকে তাদের তাড়নার মধ্যে আশ্বাস, সান্ত্বনা, সাহস ও উৎসাহ যুগিয়ে থাকে।

থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের শুভ সংবাদ শুনে আশ্বস্ত হবার পর, পৌল যে কাজটি করেছে, তা হল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। তাদের জন্য পৌল ***কীভাবে প্রার্থনা*** করেছিল এবং ***কী প্রার্থনা*** করেছিল, তা আজ আমরা এই পত্রের ৩ অধ্যায়ের শেষ অংশ থেকে দেখব। লক্ষ্য করার বিষয় হল, পৌল যখন তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, তখন সে তাদের থেকে সেই সমস্ত ক্লেশ বা তাড়নাকে দূর করতে ঈশ্বরকে অনুরোধ করেনি। ৩:৩ পদে, পৌল ইতিমধ্যেই তার পাঠকদের জানিয়েছে যে, বিশ্বাসীদের জীবনে কোনও ক্লেশ বা তাড়না কাকতালীয় ঘটনা নয়; কিন্তু সার্বভৌম ঈশ্বরের অনুমতিরই ফল ***(আমরা এরই জন্য নিযুক্ত)***। তাই, সেই সমস্ত ক্লেশ দূর করার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করার পরিবর্তে, পৌল তাড়নাক্লিষ্ট থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের অন্যান্য বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। আজ আমরাও যখন আমাদের সহবিশ্বাসীদেরকে তাড়নাগ্রস্ত হতে দেখি, আমরা তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে কী প্রার্থনা করে থাকি? তাড়নার মধ্যেও বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহস, অত্যাচারীদেরকেও ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ, মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের আধ্যাত্মিক জীবন, সুসমাচার প্রচারের জন্য সুযোগ-সুবিধা, প্রভৃতি বিষয়ের জন্য কি আমরা প্রার্থনা করে থাকি? পালক হিসাবে আমি নিজেও এই মুহূর্তে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমি উপলব্ধি করছি, যে ঈশ্বর এই পরিস্থিতির মাধ্যমে আমাকে একটি বিষয় শিক্ষা দিতে চাইছেন। তাই, সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করার পরিবর্তে, আমিও পৌলকে অনুসরণ করে, সেই প্রার্থনা করতে প্রেরণা পেয়েছি যেন প্রভুর সেই শিক্ষাকে মন দিয়ে উপলব্ধি করি, গ্রহণ করি ও পালন করি।

ক) পৌল কীভাবে প্রার্থনা করেছিল?

১০ পদে পৌল লিখেছে, ***"আমরা যেন তোমাদের মুখ দেখতে পাই, এবং তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি সকল পূর্ণ করতে পারি, এই জন্য রাত দিন অতিশয় প্রার্থনা করছি।"*** এই পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, পৌল কীভাবে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিল?

(১) **প্রথমত**, পৌল তাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করেছিল। এখানে যে ***দিন রাত প্রার্থনা করার*** কথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বলা হয়েছে, তার অর্থ ক্রমশ প্রার্থনা। সহবিশ্বাসীদের ক্লেশের কথা যখন আমরা শুনব, তখন কেবল কোনও নির্দিষ্ট দিনে বা দিনের কেবল কোনও নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা নয়; দিনের যে কোনও সময়েই ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রার্থনা করব। একজন খ্রীস্টবিশ্বাসীর কথায়, *"যখন আমরা সহবিশ্বাসীদের সহভাগিতা থেকে নিজেদের দূরে রাখি, তখন তা দেখে শয়তান মুচকি হাসে (smiles); যখন আমরা বাইবেল পাঠ বন্ধ করি, তখন তা দেখে শয়তান জোরে জোরে হাসে (laughs); আর যখন আমরা প্রার্থনা করতে ভুলে যাই, তখন তা দেখে শয়তান আনন্দে অট্টহাস্য করে (shouts for joy)।"* তাই ৫:১৭ পদে, পৌল তার পাঠকদের বলেছে, ***"অবিরত প্রার্থনা কর।"***

(২) **দ্বিতীয়ত**, পৌল তাদের জন্য ঐকান্তিক *(fervent, earnest)* প্রার্থনা করেছিল। ১০ পদের শেষাংশে পৌল ***অতিশয়*** প্রার্থনা করার কথা বলেছে। পৌল রাত দিন তাদের জন্য প্রার্থনা করায়, তার সেই প্রার্থনা ছিল ঐকান্তিক। ৫:১৩ পদে পৌল একই শব্দ ব্যবহার করে বলেছে, ***অতিশয়*** সমাদর কর। এই কথা ব্যবহারের দ্বারা পৌল যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের এই প্রার্থনা কেবল নিয়মমাফিক, গতানুগতিক, আনুষ্ঠানিক, মুখস্থ বুলি আওড়ানোর প্রার্থনা ছিল না। পরিবর্তে, পৌলের এই প্রার্থনা ছিল আন্তরিক ও ঐকান্তিক। যিরমিয় ২৯:১৩ পদে প্রভু আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"তোমরা আমার অন্বেষণ করে আমাকে পাবে, কারণ তোমরা সর্বান্তকরণে আমার অন্বেষণ করবে।"*** হ্যাঁ, আমরা যখন আমাদের সহবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই, আমাদের প্রয়োজন আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা।

(৩) **তৃতীয়ত**, পৌল নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেছে। পৌল শূন্যে গুলি ছোঁড়ার মতো অনির্দিষ্ট, সাধারণ প্রার্থনা করেনি; কিন্তু থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি থেকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনা সে ঈশ্বরের কাছে এনেছে। ১০ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল মূলত একটি মাত্র বিষয়ের জন্যই প্রার্থনা করেছে, আর তা হল, ***পৌল ও তার সঙ্গীরা যেন থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের মুখ দেখতে পায়।*** অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ দেখতে পাবার ইচ্ছার কারণের কথাও পৌল লিখেছে, আর তা হল, ***যেন পৌল তাদের বিশ্বাসের বিভিন্ন ত্রুটি পূর্ণ করতে পারে।*** পালক হিসাবে পৌলের মাথায় সর্বদা থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা ছিল, আর তাই, তাদেরকে বিশ্বাসে আরও গেঁথে তোলার ইচ্ছা পৌলের মনে ছিল। তাদেরকে বিশ্বাসে গেঁথে তোলার কাজে পৌল তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উৎসুক, আর তাই সে তাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার নির্দিষ্ট ইচ্ছার কথা তার প্রার্থনায় ঈশ্বরকে জানিয়েছে। থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে কোন্ কোন্ বিষয়ে ত্রুটি থাকতে পারে, সে বিষয়ে আমরা কয়েকটি দিককে চিন্তা করতে পারি।

- খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণ সম্বন্ধে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই, তাদের বিশ্বাসের ত্রুটির কথা বলার মাধ্যমে পৌল ৪:১৩-৫:৩ পদে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণ সম্বন্ধে যে কথা লিপিবদ্ধ করেছে, হয়ত তাকেই নির্দেশ করেছে।

- তাদের মধ্যে বিভিন্ন খ্রীস্টীয় বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির কথা (বিশ্বাস ও প্রেম, ৩:৬) পৌল যদিও উল্লেখ করেছে, তথাপি এগুলি হল এমন বিষয়, যেগুলির ক্রমশ আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন।

- আবার তাদের মধ্যে কিছু বিশ্বাসী অনিয়মিতরূপে চলার কথা পৌল ৫:১৪ পদে বলেছে; তাই হয়ত বিশ্বাসের ত্রুটি বলতে পৌল একে নির্দেশ করেছে।

খ) পৌল কী প্রার্থনা করেছিল?

১১-১৩ পদে, পৌল তার প্রার্থনার বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে।

(১) প্রথমত, <u>তাদের কাছে পৌঁছানোর পথ সুগম করতে প্রভুকে অনুরোধ</u>। ১০ পদে আমরা দেখেছি যে, পৌল পুনরায় থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের মুখ দেখার ইচ্ছার কথা বলেছে। কিন্তু পৌল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। সে নিজে একাধিকবার তাদের কাছে যেতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও শয়তানের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বাধার কারণে, তাদের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাই দেখে, পৌল যে সেই প্রার্থনা বন্ধ করে দিয়েছে, তা নয়। পরিবর্তে, পৌল উপলব্ধি করেছে যে, তার নিজের চিন্তার সময়ে বা উপায়ে নয়, কিন্তু প্রভু তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে ও উপায়ে তাঁকে তাদের কাছে নিয়ে যাবেন। তাই, তাদের কাছে পৌঁছানোর পথকে সুগম করতে পৌল ঈশ্বরকে অনুরোধ করে বলেছে, *"আমাদের ঈশ্বর ও পিতা নিজে এবং আমাদের প্রভু যীশু তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করুন"* (১১ পদ)। অর্থাৎ, এতকাল যে সমস্ত বাধা পৌলকে তাদের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি, ঈশ্বর যেন আপন ইচ্ছানুসারে, তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে তা দূর করেন ও পৌলকে তাদের কাছে নিয়ে যান। এই পদের একটি বিষয় যেন আমাদের চোখ না এড়িয়ে যায়, আর সেটি হল, পৌল পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুকে সমান মর্যাদার আসনে বসিয়েছে, যা ত্রিত্ব ঈশ্বরের খ্রীস্টীয় মতবাদের একটি উদাহরণ। আবার, পৌল ঈশ্বরকে ***আমাদের ঈশ্বর ও পিতা*** বলেছে। এই কথার দ্বারা একদিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশিত (আমাদের পিতা, আমরা তাঁর সন্তান); ঠিক অন্যদিকে, তা যে সত্য আমাদের কাছে তুলে ধরে, তা হল, তিনি কিন্তু সমস্ত মানুষের পিতা নন। হ্যাঁ, তিনি যদিও সমস্ত মানুষের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তিনি কেবল তাদেরই পিতা, যারা তাঁর অনুগ্রহে যীশু খ্রীস্টেতে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করে (রোমীয় ৮:১৫; গালা ৪:৫)। এখন, যেহেতু পৌল ও তার সঙ্গীরা যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করেছে, সেইহেতু, পৌল ঈশ্বরকে ***আমাদের পিতা*** বলতে পেরেছে। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তখন সর্বদা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈশ্বর আমাদের বাবা (তিনি আমাদের কাকা, জ্যেঠা বা দূরের কোনও আত্মীয় নন)। আর তা যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে আমরা যীশুর প্রতিজ্ঞার কথাও ভুলে যাব না, *". . . তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যারা তাঁর কাছে যাচ্না করে, তাদের উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করবেন"* (মথি ৭:১১)।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, ঈশ্বর কি পৌলের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন? আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে প্রার্থনা করে থাকি, তখন তিনি সর্বদা ইতিবাচক উত্তর দিয়ে থাকেন। যোহন ১৪:১৩; ১৫:৭; ১৫:১৬; ১৬:২৩ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আবার প্রেরিত ২০:১-৪ পদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পৌল তার তৃতীয় মিশনারী যাত্রার সময় মাকিদনিয়াতে *"অনেক কথার দ্বারা শিষ্যদের আশ্বাস"* দিয়েছিল।

(২) দ্বিতীয়ত, **প্রেমে বৃদ্ধি পেতে ও উপচে পড়তে তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা**। ১২ পদে বলা হয়েছে, *"আর আমরা যেমন তোমাদের প্রতি উপচে পড়ি, তেমনই প্রভু তোমাদেরকে পরস্পরের ও সকলের প্রতি প্রেমে বর্দ্ধিষ্ণু করুন ও উপচে পড়তে দিন।"* এই পদের শুরুতে যে কথা বলা হয়েছে, তা হল, *"আমার ও আমার সঙ্গীদের যাই হোক-না-কেন, তোমাদের প্রতি ঈশ্বর . . ."* পৌল আন্তরিকতার সঙ্গে ও ঐকান্তিকভাবে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা করেছে, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে পৌল সাহায্য করতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৌল ভালো করেই জানে যে, তাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি পৌলের হাতে নেই, তা আছে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার নিচে। তাই, পৌল জানে যে, সে বা তার সঙ্গীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে না পারলেও, ঈশ্বর তাঁর আপন ক্ষমতায় তাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি দিতে পারেন। তাই, পৌল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, তিনি যেন তাদেরকে পরস্পররের প্রতি ও সকলের প্রতি প্রেমে উপচে পড়ার কাজে বৃদ্ধি দান করেন। একথা আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, যখন আমরা বিভিন্ন ক্লেশের মধ্যে দিয়ে যাই, তখন আমরা সহজেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠি, তখন অন্যদের কথা আমাদের মনে আসে না। কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে প্রেমের যে অবস্থান, তা পরিবেশ বা পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তিত হলে চলবে না। তাই, এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় পরিস্থিতির উপর জয়লাভ ও প্রেমে বৃদ্ধি লাভ। যখন আমরা তাড়িত হই, তখন আমরা সেই তাড়না থেকে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে একে অন্যের প্রতি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নিষ্ঠুর ব্যবহার করে থাকি; আবার, আমাদের অত্যাচারীদেরকেও আমরা ঘৃণা করে থাকি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও যদি পরস্পরকে ভালো- বাসতে হয়, বা সকলকে ভালোবাসতে হয়, তার জন্য আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের ভালোবাসা। এ হল সেই ভালোবাসা, যা এর পাত্রের যোগ্যতা বিচার করে না, যা প্রথমে ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ হৃদয় থেকে এসে থাকে। আমরা যখন খ্রীস্টেতে নতুন সৃষ্টি হই, তাঁর প্রেমের স্পর্শ পাই, তখন আমরাও তাঁর দৃষ্টিতে অন্যদের দেখি ও নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসি। আবার এই ভালোবাসার পাত্র কেবল বিশ্বাসীরা নয়, কিন্তু ***"পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি।"*** এর অর্থ হারিয়ে যাওয়া আত্মাদেরকেও আমাদের ভালোবাসতে হবে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, পৌল কেবল তাদেরকে প্রেমে বৃদ্ধি পাবার জন্য প্রার্থনা করেনি, কিন্তু সে ও তার সঙ্গীরাও তা পূর্ণ করে চলেছে ***(আমরা যেমন তোমাদের প্রতি উপচে পড়ি, তেমনই . . .)***।

পৌলের এই প্রার্থনারও উত্তর প্রভু দিয়েছিলেন। ২ থিষলনীকীয় ১:৩ পদে পৌল লিখেছে, ***". . . পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেক জনের প্রেম উপচে পড়ছে।"***

(৩) তৃতীয়ত, প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমণের সময় পর্যন্ত ঈশ্বর যেন তাদের অনিন্দনীয়রূপে রক্ষা করেন। ১৩ পদে পৌল তাদের জন্য প্রার্থনা করে বলেছে, ***"আমাদের প্রভু যীশু যখন নিজের সমস্ত পবিত্রদের সঙ্গে করে আসবেন, তখন যেন তিনি তোমাদের হৃদয় সবল করেন যেন তোমরা আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে নিঃষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হও।"*** পৌল কেবল বিশ্বাসীদের বর্তমান জীবন নিয়েই চিন্তা করে না; তাদের জন্য পৌলের প্রার্থনা যীশুর দ্বিতীয় আগমণের দিনকেও অন্তর্গত করেছে। তাই, তাদের জন্য পৌলের প্রার্থনা হল: *খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের দিন পর্যন্ত যেন তারা তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকে; তার জন্য প্রভু যেন তাদের হৃদয়কে সবল করেন*। সেই দিন পর্যন্ত বিশ্বাসে স্থির থাকা বিশ্বাসীদের নিজেদের শক্তিতে সম্ভব নয়, তাই, পৌল ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে অবেদন করেছে, তিনি যেন তাদের হৃদয়কে সবল করেন বা সুস্থির করেন। এখানে হৃদয়ের জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ জীবন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা যেন জগৎ থেকে পৃথকীকৃত জীবন যাপন করে। যার অর্থ, খ্রীস্ট ও তাঁর প্রায়ঃশ্চিত্ত কাজে পূর্ণ আস্থা রেখে, তাঁর আত্মা দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে, অনিন্দনীয় ও পবিত্র হয়ে তারা যেন শেষ বিচারের দিনে (রোমীয় ১৪:১০) ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়।

আজ যখন আমরা সহবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করি, আমরা কীভাবে ও কী প্রার্থনা করি? আমরা কি পৌলের ন্যায় তাদের জন্য সর্বদা, ঐকান্তিকভাবে, নির্দিষ্ট প্রার্থনা করি? আমরা কি কেবল তাদের জাগতিক বা সাংসারিক (শরীর, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবার, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র, ব্যবসা, সমাজ, রাজনীতি, ইত্যাদি) সমস্যা সমাধানের জন্য প্রার্থনা করি? না-কি, ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় তাদের ক্রমশ আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি, তথা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের দিন পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি? আমরা নিজেদের জন্য যখন প্রার্থনা করি, তখন কীসের জন্য প্রার্থনা করি? অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে, আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাব। তাই, আসুন, আমরা সকলে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার স্পর্শ উপলব্ধি করি। তাঁতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করি (আস্থা রাখি)। তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কাছে সমর্পিত জীবন যাপন করি। তাহলে, আমাদের পার্থিব দৃষ্টিকোন্ *(World view)* তথা মনোভাবের *(attitude)* পরিবর্তন ঘটবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রার্থনার বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটবে। ফলস্বরূপ, আমাদের জীবন আরও বেশি প্রার্থনাশীল হবে। আমরা সমস্যার সমাধানে মানুষের কাছে ছুটব না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ডালি নিয়ে উপস্থিত হব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com